46

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 01 JAN 1997
পৃঃ 2 কলাম 8

পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন

প্রায় ১ হাজার ছাত্র ছাত্রীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ

আনোয়ার আলদীন ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনুষ্ঠিত অনার্স ও মাস্টার্স পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের দায়ে অভিযুক্ত প্রায় এক সহস্র ছাত্র-ছাত্রীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে। আরও আট শতাধিক ছাত্র-ছাত্রীর বিরুদ্ধে 'কেন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গৃহীত হইবে না'—এইমর্মে কারণ দর্শাও নোটিস প্রেরণ করা হইয়াছে। শাস্তির মধ্যে রহিয়াছে বিভিন্ন

(১৫শ পৃঃ ৫-এর কঃ দ্রঃ)

প্রায় ১ হাজার

(১ম পৃঃ পর)

মেয়াদে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা এবং অর্থদণ্ড।

গত রবিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটের এক সভায় এই শাস্তির ব্যবস্থা চূড়ান্ত করা হয়। এই শাস্তিপ্রাপ্ত এবং অভিযুক্ত ছাত্র-ছাত্রীরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং উহার অধিভুক্ত বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হইতে ১৯৯২, '৯৩, '৯৪ ও '৯৫ সালে পরীক্ষায় অংশ নিয়াছিল। জানা গিয়াছে, শাস্তিপ্রাপ্ত ছাত্ররা পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন ছাড়াও কেহ কেহ তাহাদের অপকার্যে বাধাপ্রদানকারী শিক্ষকদের হুমকি-ধমকি প্রদানের দায়েও অভিযুক্ত ছিল। ফলে শিক্ষকরা 'নকল' না ধরিয়া নিভৃতে পরীক্ষার্থীর ক্রমিক নম্বরটি টুকিয়া রাখেন এবং পরে সংশ্লিষ্ট খাতায় 'মার্ক' করিয়া পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের দপ্তরে পাঠাইয়া দেন। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ঐ মার্ক-এর ভিত্তিতে অভিযুক্ত ছাত্র-ছাত্রীর নামে বিভিন্ন সময়ে কারণ দর্শাও নোটিস প্রেরণ এবং পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হইলেও উক্ত ছাত্র-ছাত্রীর ফলাফল স্থগিত করিয়া রাখেন। নোটিসপ্রাপ্ত অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রী জবাব দিলেও কেহ কেহ জবাবদানে বিরত থাকে। উহার প্রেক্ষিতে গত ১৪ই নভেম্বর হইতে বিভিন্ন সময়ে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া শুরু হয়। এই শাস্তিতে অপরাধের বিবেচনায় গুরুদণ্ড হইতেছে : এক হইতে তিন বছর পর্যন্ত পরীক্ষায় অংশগ্রহণে নিষেধাজ্ঞা। এবং লঘুদণ্ড হইতেছে : ২ শত টাকা হইতে এক হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থ দণ্ডের ভিত্তিতে আগামী বছর পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ। তবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে সনাতন পদ্ধতিতে নূতন করিয়া আর কোন পরীক্ষা গ্রহণ করা হইবে না। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে সকল পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হইবে।

একজন সিন্ডিকেট সদস্য বলেন, অসদুপায় অবলম্বনের দায়ে অভিযুক্ত কিছু সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীকে মানবিক কারণে বিশেষ ক্ষমা করা হইয়াছে। আগামীতে অসদুপায় অবলম্বনের দায়ে অভিযুক্তদের শাস্তি আরও কঠোর করা হইবে।